জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

১। অফিস প্রোফাইল

ক) একনজরে অফিস

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাংলা	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	
	ইংরেজি	Energy & Mineral Resources Division	
	সংক্ষিপ্ত	EMRD	
অফিস প্রধানের পদবি	সিনিয়র সচিব	নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
অফিসের সংখ্যা	মোট.....বিভাগীয় অফিস.....জেলা অফিস.....		
জনবল			
অফিসের ঠিকানা	বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।		
যোগাযোগ (ই-মেইল, ফোন, ফ্যাক্স)	ভবন নং: ০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা - ১০০০, বাংলাদেশ।		
ওয়েবসাইটের ঠিকানা	www.emrd.gov.bd		
যাতায়াতের বর্ণনা (গুগল ম্যাপসহ)			

খ) অফিসের ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ সকলের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী প্রাথমিক জ্বালানি নিশ্চিতকরণ।

মিশনঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এর বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উত্তোলন, আহরণ, আমদানি, বিতরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জন।

গ) অফিসের পরিচিতি ও ছবি (অনধিক ২০০ শব্দ)

ঘ) অফিসের অর্গানোগ্রাম

ঙ) সেবার তালিকা

ক্রম	সেবা নাম	সেবা প্রাপ্তির পর্যায় (অধিদপ্তর/আঞ্চলিক)
	এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি প্রদান।	

২। সেবা প্রোফাইল

ক) সেবার নাম: এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি প্রদান।

খ) সেবাটি সহজিকরণের যৌক্তিকতা: প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বল্পতার কারণে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপি গ্যাসের নিরাপদ ও সহজলভ্য ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নানা উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি কয়েকটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি সহজিকরণের মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণের নিকট এলপি গ্যাস সহজে ও দ্রুত সময়ে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

গ) সেবাপ্রাপ্তির মৌলিক তথ্যাদি

	বিষয়	তথ্যাদি
১.	সেবা প্রদানকারী অফিস	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
২.	সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	❖ নীতিমালা অনুযায়ী ও নির্ধারিত ফরমেটে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য আবেদন করতে পারেন। ❖ আবেদন দাখিলের পর আবেদনটি যাচাই-বাছাই করা হয়। অতঃপর আবেদন সঠিক হলে আবেদনের বিষয়ে তদন্তপূর্বক মতামত

		প্রদানের জন্য বিপিসিকে পত্র দেয়া হয়। নতুবা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি চেয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পত্র দেয়া হয়। ❖ বিপিসির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। কমিটির নিকট আবেদন যথাযথ পরিলক্ষিত হলে প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতির জন্য সুপারিশ করা হয়। ❖ কমিটির সুপারিশ পরবর্তীতে অনুমোদিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতিপত্র ইস্যু করা হয়।
৩.	বার্ষিক সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০-২০ জন
৪.	সেবা প্রাপ্তির শর্তাবলি	নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ যথাযথভাবে আবেদন দাখিল করতে হবে। নীতিমালার সকল শর্ত পূরণে সক্ষমতা থাকতে হবে।
৫.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী	১. সিনিয়র সচিব ২. অতিরিক্ত সচিব ৩. যুগ্মসচিব ৪. উপসচিব ৫. প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৬.	সেবা প্রাপ্তির সময়	০৬-০৮ মাস
৭.	সেবা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	১. প্রকল্প প্রস্তাব (Project Proposal/ Project Proforma); ২. এলপি গ্যাস বিতরণ ও বিপণনকরণ প্রকল্পের উপর একটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন (Feasibility Study Report); ৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জমির মালিকানা সংক্রান্ত প্রাথমিক প্রমাণপত্র (চুক্তি বা বায়নাপত্র বা দলিল বা খতিয়ান বা পর্চা ইত্যাদি); ৪. প্ল্যান্ট এবং স্থাপনাসমুহের বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নকশা (Lay-Out Plan); ৫. আর্থিক সক্ষমতার পক্ষে ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ নিশ্চয়তাপত্র (Financial Commitment Letter for Investment) অথবা নিজস্ব অর্থের সক্ষমতার প্রমাণপত্র; ৬. ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত ফটোকপি; ৭. আয়কর সনদ (e-TIN) এবং সর্বশেষ বছরের আয়কর পরিশোধের প্রমাণ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি; ৮. ব্যক্তি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন ও মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন; ৯. গেজেটেড সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদনকারীর (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারীর) সদ্যতোলা ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি; ১০. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধের চালান বা ব্যাংক ড্রাফট; ১১. পরিবেশ অধিদপ্তরের অবস্থানগত ছাড়পত্র; ১২. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ; ১৩. জেলা প্রশাসকের অনাপত্তি; ১৪. স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি এবং ১৫. সরকার বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোন কাগজপত্র।
৮.	সেবা প্রাপ্তির জন্য খরচ	কোন খরচ প্রয়োজন হয় না।
৯.	সেবা প্রাপ্তির জন্য যাতায়াতের সংখ্যা	৭-৮ বার (ন্যূনতম)
১০.	সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালার তালিকা	১. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৭৪ ২. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬ ৩. তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধন ২০১৬) ৪. এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের নীতিমালা, ২০১৬ ৫. এলপি গ্যাস অপারেশনাল লাইসেন্সিং নীতিমালা, ২০১৭
১১.	সেবা পেতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী প্রতিকারকারী কর্মকর্তা, পদবি,	যুগ্মসচিব (অপারেশন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

	ইমেইল ও ফোন	
১২.	সেবা প্রাপ্তি/প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধা/ সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ	আবেদনকারীকে নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তর হতে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়। এছাড়া, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনকারী আবেদন দাখিলের পর আবেদন যাচাই ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) হতে তদন্তপূর্বক মতামত প্রাপ্তিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রস্তাবিত প্ল্যান্টের জায়গা সাগর/বড় নদীর পাড়ে অবস্থিত এবং জনবিচ্ছিন্ন ও পর্যাপ্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকায় তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় মর্মে জানা যায়। এছাড়া, কিছু কিছু আবেদনের উপর কতিপয় মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্মে সেবা প্রদানে সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি হয়।
১৩.	অন্যান্য	

ঘ) বিদ্যমান সেবা-পদ্ধতি বিশ্লেষণ

সেবা প্রদানের ধাপ	কার্যক্রম	প্রতি ধাপের সময় (দিন/ঘণ্টা/মিনিট)	সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ (পদবি)
ধাপ-১	কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন দাখিল	৩ দিন	আবেদনকারী
ধাপ-২	আবেদনপত্র গ্রহণ, ডায়েরিভুক্তকরণ এবং শাখায় প্রেরণ ও প্রাপ্তি	৪ দিন	সিনিয়র সচিব/ অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
ধাপ-৩	শাখা ডায়েরিভুক্তকরণ ও নথিতে উপস্থাপন	২ দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধাপ-৪	তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য বিপিসিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত প্রদান	৫ দিন	সিনিয়র সচিব/অতিরিক্ত সচিব
ধাপ-৫	বিপিসিতে পত্র প্রেরণ	১ দিন	উপসচিব
ধাপ-৬	বিপিসি কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ	৩ মাস	চেয়ারম্যান, বিপিসি
ধাপ-৭	বিপিসির তদন্ত প্রতিবেদন শাখায় প্রাপ্তি	৪ দিন	সিনিয়র সচিব/ অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
ধাপ-৮	তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন	১ দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধাপ-৯	তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত	৩ দিন	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব
ধাপ-১০	সভার নোটিশ জারি ও সভা আয়োজন	১ মাস	উপসচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধাপ-১১	কমিটির সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন	৭ দিন	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/ উপসচিব
ধাপ-১২	কমিটির সভার সুপারিশ সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন	৪ দিন	অতিরিক্ত সচিব
ধাপ-১৩	কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতির জন্য পুনরায় নথি উপস্থাপন	১ দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধাপ-১৪	অনুমতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ (হ্যাঁ/না) (সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধাপের সংখ্যা বাড়বে/কমবে)	৭ দিন	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/সিনিয়র সচিব/অতিরিক্ত সচিব
ধাপ-১৫	প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতিপত্র ইস্যু ও প্রেরণ	৩ দিন	উপসচিব
ধাপ-১৬	আবেদনকারী কর্তৃক সেবা প্রাপ্তি	২ দিন	আবেদনকারী

ঙ) বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

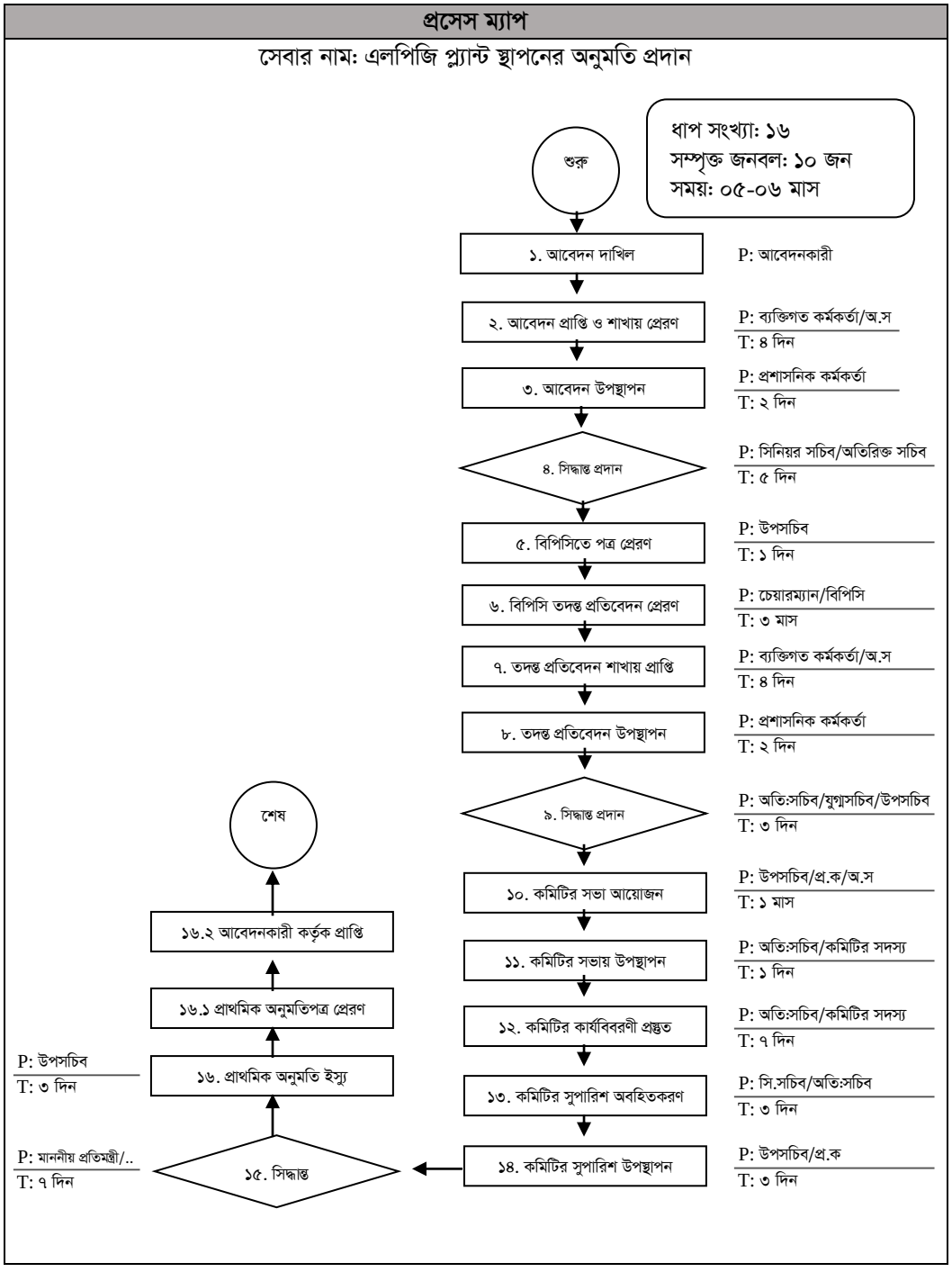

চ) বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে ক্যাটাগরিভিত্তিক প্রস্তাবনা:

ক্ষেত্র	সমস্যার বর্ণনা	সমাধানের প্রস্তাবনা
১। আবেদনপত্র, ফরম/ রেজিস্টার/প্রতিবেদন	আবেদনের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতে দীর্ঘসূত্রিতা	আবেদন প্রাপ্তির সাথে ত্বড়িত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যেতে পারে
২। দাখিলীয় কাগজপত্রাদি	দাখিলীয় কাগজপত্রাদির মধ্যে জেলা প্রশাসকের অনাপত্তি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি রয়েছে। জেলা প্রশাসকের অনাপত্তি মূলত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতামত নিয়েই দেয়া হয়। এক্ষেত্রে আবেদনকারীকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়।	স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি বাদ দিয়ে কেবলমাত্র জেলা প্রশাসকের অনাপত্তি গ্রহণ করা যেতে পারে।
৩। সেবার ধাপ	আবেদনকারী কর্তৃক আবেদন সরাসরি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করা হয়। উক্ত আবেদনের বিষয়ে তদন্তপূর্বক মতামতের জন্য বিপিসিতে প্রেরণ করা হয়। এতে করে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রমের পাশাপাশি অধিক সময় ব্যয় হয়।	আবেদনকারী কর্তৃক আবেদন সরাসরি বিপিসিতে দাখিল করলে এবং বিপিসি কর্তৃক আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করলে এলপিজি প্ল্যান্টের অনুমতি প্রদানে কম সময় ব্যয় হবে।
৪। সম্পৃক্ত জনবল		
৫। স্বাক্ষরকারী/ অনুমোদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ও পদবি		
৬। আন্তঃঅফিস নির্ভরশীলতা	আবেদনকারীকে অন্যান্য দপ্তর/অফিস হতে বিভিন্ন অনাপত্তি গ্রহণ করতে হয়। এতে করে আবেদন দাখিলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়।	সকল অফিসের লাইসেন্স ডিজিটাইজেশনের আওতায় আসলে এ সমস্যা অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে।
৭। আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	বিদ্যমান আইন/নীতিমালায় অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক সময়ের অপচয় হয়।	অনুমতি প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন হলে সময় কমে যাবে।
৮। অবকাঠামো/হার্ডওয়ার ইত্যাদি		
৯। রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণ		
১০। প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রযোজ্য কি না	অনুমতি প্রক্রিয়া বর্তমানে ম্যানুয়ালি সম্পাদনের ফলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে।	ই-সার্ভিস/অনলাইনের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে এ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব
১১। খরচ (নাগরিক+অফিস)		
১২। সময় (নাগরিক+অফিস)		
১৩। যাতায়াত (নাগরিক)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে আবেদনের বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে অনেকবার যাতায়াত করতে হয়	আবেদন সরাসরি বিপিসিতে দাখিল করলে

		প্রাথমিক অনেক ধাপ কমে যাবে ফলে যাতায়াত কম হবে
১৪। অন্যান্য		

ছ) প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ

প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ

সেবার নাম: এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি প্রদান

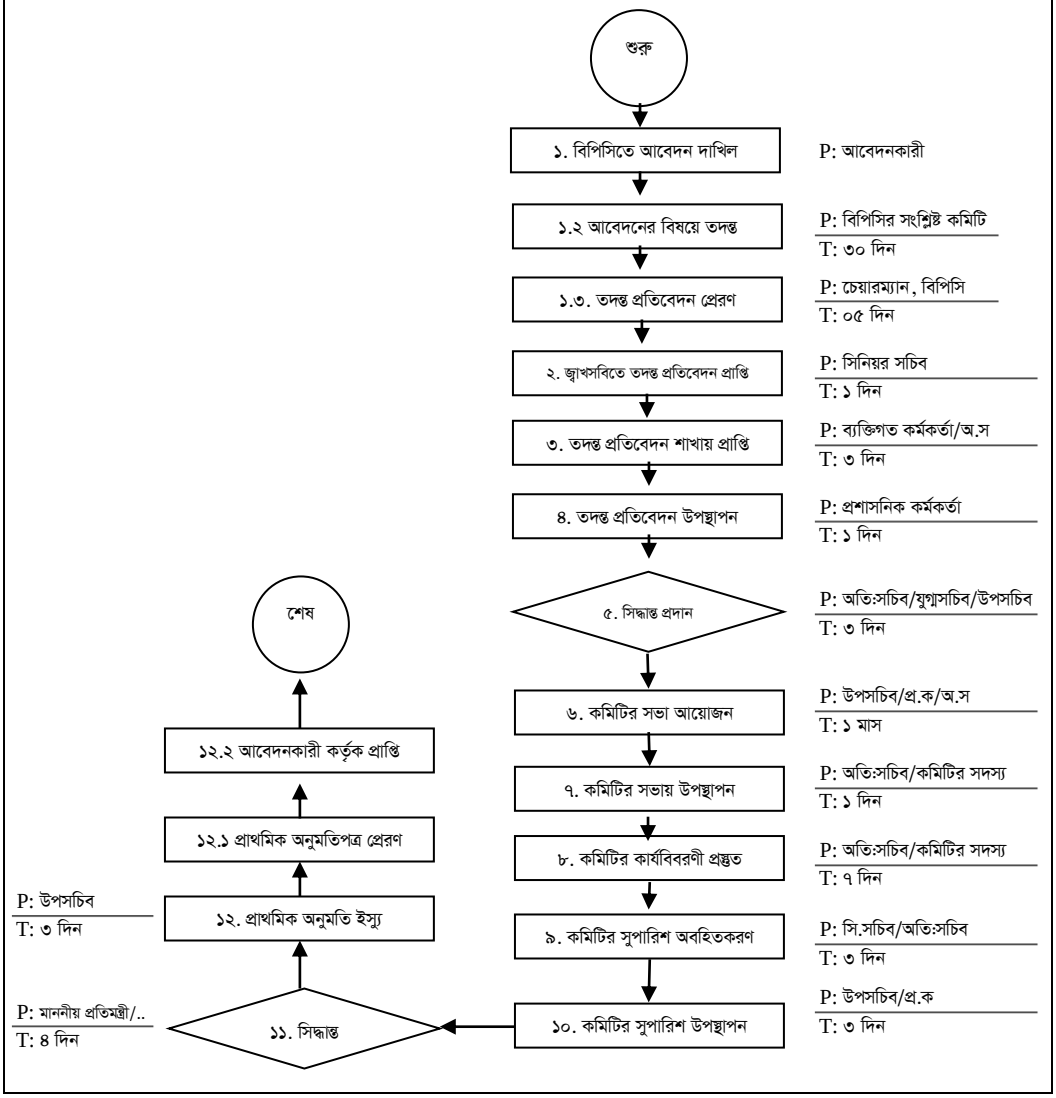

জ) তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা):

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ	বিদ্যমান ধাপের বর্ণনা	প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপের বর্ণনা
ধাপ-১	কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন দাখিল	ধাপ-১	বিপিসিতে আবেদন দাখিল
ধাপ-২	আবেদনপত্র গ্রহণ, ডায়েরিভুক্তকরণ এবং শাখায় প্রেরণ ও প্রাপ্তি	ধাপ-২	প্রয়োজন নেই
ধাপ-৩	শাখা ডায়েরিভুক্তকরণ ও নথিতে উপস্থাপন	ধাপ-৩	প্রয়োজন নেই
ধাপ-৪	তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য বিপিসিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত প্রদান	ধাপ-৪	প্রয়োজন নেই
ধাপ-৫	বিপিসিতে পত্র প্রেরণ	ধাপ-৫	প্রয়োজন নেই
ধাপ-৬	বিপিসি কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ	ধাপ-৬	চেয়ারম্যান, বিপিসি
ধাপ-৭	বিপিসির তদন্ত প্রতিবেদন শাখায় প্রাপ্তি	ধাপ-৭	সিনিয়র সচিব/ অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
ধাপ-৮	তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন	ধাপ-৮	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধাপ-৯	তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত	ধাপ-৯	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব
ধাপ-১০	সভার নোটিশ জারি ও সভা আয়োজন	ধাপ-১০	উপসচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধাপ-১১	কমিটির সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন	ধাপ-১১	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/ উপসচিব
ধাপ-১২	কমিটির সভার সুপারিশ সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন	ধাপ-১২	অতিরিক্ত সচিব
ধাপ-১৩	কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতির জন্য পুনরায় নথি উপস্থাপন	ধাপ-১৩	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ধাপ-১৪	অনুমতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ (হ্যাঁ/না) (সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধাপের সংখ্যা বাড়বে/কমবে)	ধাপ-১৪	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/সিনিয়র সচিব/অতিরিক্ত সচিব
ধাপ-১৫	প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতিপত্র ইস্যু ও প্রেরণ	ধাপ-১৫	ইমেইলে প্রেরণ করা যেতে পারে
ধাপ-১৬	আবেদনকারী কর্তৃক সেবা প্রাপ্তি	ধাপ-১৬	

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘণ্টা)	প্রায় ০৫-০৬ মাস	০২-২.৫ মাস
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	৭-৮ বার ভিজিটে গ্রহীতার ব্যক্তিগত খরচ প্রায় ২৫০০০/-	গ্রহীতার খরচ প্রায় ১৫,০০০/-
যাতায়াত	৭-৮ বার	৪-৫ বার
ধাপ	১৬	১১
দাখিলীয় কাগজপত্র		